মেহেরপুরে নতুন করে ২ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা অপর একজন গাংনী উপজেলার বাসিন্দা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জনের নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১১ জনের। আর পজেটিভ আসে ২ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৩৮৯ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৪৬ জন, মৃত্যু ১৬, ট্রান্সফার্ড ৫১ জন। বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১৬ জন । এদের মধ্যে সদরে-৮ জন, মুজিবনগরে-৪ জন এবং গাংনীতে-৪ জন। সুস্থ হয়েছেন= ৫৬২ জন।এদের মধ্যে সদর-২৯২, গাংনী-২০৫, মুজিবনগর- ৬৫ জন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা হলেন- মেহেরপুরের চাঁদ বিলের মো: জনি (৩২) ও গাংনী ঈদগা পাড়ার সুমি খাতুন (২৪)।

গাংনীর উপ- নির্বাচনে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অপরাধে দু’প্রার্থীর এজেন্টকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নে ২ ওয়ার্ডের শূন্য পদে অনুষ্ঠিত ইউপি সদস্য পদে নির্বাচনে নির্বাচনি আচরণ বিধি লংঙ্ঘন করার অপরাধে দুই প্রার্থির এজেন্টকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, জুগিন্দা গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে আরিফ হোসেন (২৫) ও একই গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে মেহেরুল ইসলাম (২৫)। নির্বাচনে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় দায়িত্বরত নির্বাহী

ম্যাজিষ্ট্রেট নূর -ই -আলম সিদ্দিকী ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৯ টা থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহন সাড়ে দশটার সময় জুগিন্দা ভোট কেন্দ্রে মফিজুল ইসলাম পক্ষের এজেন্ট আরিফ হোসেন তার বুথ থেকে অপর বুথে প্রবেশ করলে জাকির হোসেন পক্ষের এজেন্ট মেহেরুল তাকে মারধর করার চেষ্টা করলে উভয়ের মধ্যে বাক বিতন্ডা ও ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয়।

এ সময় কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা উভয়কে আটক করে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে দু’জনকে এক হাজার টাকা করে জরিমানা করেন।

উল্লেখ্য ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জাফর আলীর মৃত্যু হলে সদস্য পদটি শুন্য হয়ে পড়ে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯ টা থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহন।

উপনির্বাচনে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ গ্রহন করছেন। ভোট সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ এবং ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

মেহেরপুরের কলম উদ্যানের মালিক ও বাউল সাধক গোলাম নবীর ইন্তেকাল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দীঘলকান্দি গ্রামে অবস্থিত কলম উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক গোলাম নবী কলম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

তিনি অসুস্থতা জণিত কারণে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। চিকিৎসারত অবস্থায় গত সোমবার রাত সাড়ে নয়টার সময় শেষ নিশ্বাস

ত্যাগ করেন।

মৃত্যু কালে তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী সহ অসংখ্য ভক্ত বৃন্দ রেখে যান।

মৃত গোলাম নবী কলম ছিলেন, এক জন বৃক্ষ প্রেমী, বাউল সাধক ও ফকির লালন শাহ্’র ভক্ত। তিনি ছিলেন সংগীত ও শিল্পের প্রতি অসম্ভব অনুরাগী। তিনি কবি নজরুল ও ফকির লালন শাহ্’র গান বেশি পছন্দ করতেন। তার উদ্যানে অবস্থিত বারাম খানায় ভক্তদের নিয়ে সময় কাটাতেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল দশটার সময় জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

তার মৃত্যুতে তার ভক্ত বৃন্দ সহ অসংখ্য সুধীজন শোক প্রকাশ করেন।

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের শূন্য ওয়ার্ডে উপ-নির্বাচন আগামীকাল

আগামীকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন। উপ-নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন।

সোমবার গাংনী থানা চত্বরে পুলিশ বাহিনী ও আনসার সদস্যদের নির্বাচন কেন্দ্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) হাসিবুল আলম, অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম ও উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা উর্মিলা বিশ্বাস।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপ-নির্বাচনে ২টি কেন্দ্রে, পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য ১৬ জন, আনসার

বাহিনীর সদস্য ৩৪ জন। দু’টি মোবাইল টিমে ১০ জন, কেন্দ্র দুইটিতে প্রিজাইডিং অফিসার ২ জন, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ১৩ জন ও পোলিং অফিসার ২৬ জনকে দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ইউপি সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ জন প্রার্থী। প্রার্থীদের মধ্যে জাকির হোসেন টিউবওয়েল, মাজেদ আলী মোরগ, মফিজুল ইসলাম তালা ও সালাউদ্দিন ফুটবল মার্কায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। দুটি ওয়ার্ডে ৪,৬৬৩ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ।

গাংনীতে বিয়ের প্রলোভনে দেহভোগের অভিযোগে থানায় মামলা

বিয়ের প্রলোভনে দেহভোগের অভিযোগে মেহেরপুরের গাংনী থানায় ধর্ষণের মামলা হয়েছে প্রেমিকবর জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে। রোববার সকালে ওই প্রেমিকা থানায় উপস্থিত হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। তাকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি গাংনীর করমদি গ্রামের।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, করমদি গ্রামের ছলিমুদ্দীন মোল্লার ছেলে জাকির হোসেন তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের ওই মেয়েকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে করমদি গ্রামে এক বাড়িতে নিয়ে আসে।

গত ১৭ অক্টোবর রাতে জাকির ওই মেয়েটিকে জনৈক সফিউলের বাঁশবাগানে নিয়ে দেহভোগ করে। সকালে বিয়ের জন্য চাপ দিলে মেয়েটিকে রেখে জাকির হোসেন পালিয়ে যায়।

বিষয়টি জাকিরের পরিবারকে জানিয়ে কোন সুরাহা না হওয়ায় রোববার গাংনী থানায় মেয়েটি বাদী হয়ে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, একটি ধর্ষণ মামলা নেয়া হয়েছে এবং মেয়েটিকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই সাথে দোষীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বামন্দীতে বিট পুলিশের নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ

বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি, মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী পশ্চিম পাড়ায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অংশ নেয় বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীরা সহ অভিভাবকরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ^◌াস, গাংনী থানার এসআই মোস্তফা, বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই হেলাল, ইউপি সদস্য কামাল হোসেনসহ স্থানীয়রা।

গাংনী হাসপাতালে চুরি সিসি টিভি ফুটেজ দেখে চোর শনাক্তে

কর্তৃপক্ষের তাল বাহানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে জয়নব আরা খাতুন নামের এক মহিলার টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিকিট কাউন্টারের সামনে থেকে এই ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী জয়নাব খাতুন গাংনী উপজেলার লক্ষী নারায়ণপুর ধলা গ্রামের বিল্লাল হোসেনের স্ত্রী। টাকা হারিয়ে অসহায়ের মতো স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত অনেকের কাছে অভিযোগ করেও কোন সুরাহা হয়নি।

জয়নব আরা খাতুন জানান, শনিবার সকালে তার নাতনি মফিজুল এর স্ত্রী গর্ভবতী রুমা খাতুনকে চেকআপ করাতে এসে টিকিট কাউন্টারের সামনে টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছিল। টিকিট নিয়ে টাকা দেয়ার সময় একটি ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে গিয়ে দেখেন কোন এক সময়ে ব্যাগের তলা কেটে ৪৫০০ টাকা চুরি হয়ে গেছে।

এ ঘটনার পর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিসি ফুটেজ দেখে চোর শনাক্ত করার জন্য বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেও তাদের অনুরোধ শোনেননি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা। গ্রামের অসহায় দরিদ্র সাধারণ মানুষ চিকিৎসা নিতে এসে হাসপাতালের মত একটি জায়গাতে চোরের খপ্পরে পড়বে এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল।

হাসপাতালে রোগী সহ সকল ধরনের নিরাপত্তার জন্য পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধির দাবি জানান তারা পরে স্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতা কামনা করেন।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন জানান, ওই মহিলারা মিথ্যা অভিযোগ করছে তাদের কাছে, কোনো টাকা ছিল না সিসি টিভি ফুটেজে দেখা যায়নি। সিসি ফুটেজ দেখে ও চোর সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইউএইচএফপি ও ডাক্তার রিয়াজুল আলম জানান, সিসি ফুটেজ দেখতে হলে লিখিত দরখাস্ত করতে হবে সে দরখাস্তের কপি হস্তান্তর করে পুলিশের সহযোগিতায় ফুটেজ দেখানো যেতে পারে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার খলিশাখুন্ডি বাজার এলাকায় ভিক্ষা করতে গিয়ে পাখি ভ্যানের ধাক্কায় আহত হয়। জনৈক্য এক ভ্যান চালক গাংনী রাজা ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে ভ্যান চালক ও ভিক্ষুক জোহরা খাতুন নিখোঁজ হন। সকালে স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদের মধ্যে থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ধারনা করা হচ্ছে অজ্ঞাত সেই ভ্যান চালক রাতের আধারে বৃদ্ধা জোহরা খাতুনের মরদেহ ফেলে রেখে যেতে পারে।
রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হযরত আলী জানান,পাখিভ্যানের ধাক্কায় জোহরা খাতুন আহত হয়েছে। এমন সংবাদ পেয়ে খলিশাখুন্ডি সহ পার্শবর্তী এলাকায় শুক্রবার রাত ১১ টা পর্যন্ত সন্ধান করেও তার পাওয়া যায়নি। পরে শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদের মধ্যে মরদেহ রয়েছে বলে জানতে পেরেছি।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান,উপজেলা পরিষদের মধ্যে আনসার ভিডিপি কার্যালয়ের সামনে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধা মহিলার লাশ পড়ে আছে এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
উল্লেখ্য: চিকিৎসা নিতে এসে শুক্রবার দুপুর ১ টায় রাজা ক্লিনিকের সামনে থেকে নিখোঁজ হন। জোহরা খাতুন। কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার খলিশাখুন্ডি বাজার এলাকায় ভিক্ষা করতে গিয়ে পাখি ভ্যানের ধাক্কায় আহত হয়।

গাংনী পৌরসভাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবো-সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী

পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান মেয়রসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগনের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়ের দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের

আয়োজন “শহরে ভোট” শীর্ষক সক্ষাতকার পর্ব। মেহেরপুর প্রতিদিন এর মখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী। সাক্ষাতকার গ্রহন করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় পৌর নির্বাচনে কেন অংশ নিতে চান?

আহম্মেদ আলী: আমি ২০০৪ সালে যখন প্রথম গাংনী পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হই তখন এটা নতুন ছিল। পৌরসভার কর্মকান্ড ছিল না বলেলই চলে। পরবর্তিতে পুনরায় মেয়র হওয়ার পর গাংনী পৌরসভাকে “সি” গ্রেড থেকে “বি” গ্রেডে রুপান্তর করি। পরবর্তিতে ২০১৬ সালের পৌর নির্বাচনে আমি আবারও দলীয় প্রতিক নৌকা পেয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করি। কিন্তু প্রশাসন ও দলীয় কিছু অসাধু লোক সড়যন্ত্র করে আমাকে নির্বাচনে পরাজিত করে। সেই সাথে জামাত বিএনপির লোককে মেয়র নির্বাচিত করে।

বর্তমানে গাংনী পৌরসভার যে দুরর্বাস্থা এজন্য সে দায়ী। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পৌরবাসিরা বিভিন্নভাবে ভোগান্তির স্বীকার। আমি গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে রুপান্তর সহ সকল নাগরিক সুবিধা সু নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুনরায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুতু আশাবাদী?

আহম্মেদ আলী: আমি দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আপনারা জানেন, আমি ইতি মধ্যে দলীয় সমর্থন পেয়ে দুইবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছি। আমি শতভাগ আশা করি, আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে দলীয় প্রতীক দিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ করে দেবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: গাংনীর রাজনীতিতে কোন বিভক্তি আছে কিনা? ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে কিনা?

আহম্মেদ আলী: আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ সংগঠন এখানে একাধিক প্রার্থী থাকবেই। আমরা সবাই নৌকার লোক। গতবারের মত ঘটনা এবার নির্বাচনে হবে না। দলে বিভক্তি থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপি বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিলে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?
আহম্মেদ আলী: আমি বিগত মেয়র থাকা অবস্থায় গাংনী পৌরসভায় যা উন্নয়ন হয়েছে এরকম উন্নয়ন আর হয়নি। আমি কোনদিন নারগিকদের অধিকার নিয়ে খেলা করিনি। যততুটু পেরেছি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতি জনগণের আস্থা আছে। অন্য কোন দল বা আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থী কেউ নির্বাচন করলে জনগণ তাকে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

আহম্মেদ আলী: গাংনী পৌরসভাকে পনরায় নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমান পৌরসভার যা অবস্থা অত্যন্ত করুন। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাকি, লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি, বিভিন্ন ভাবে জনগনের কাছ থেকে টাকা আদায়, ট্যক্সের কারনে নাগরিক সনদ না দেওয়া এরকম অনেক অনিয়ম আছে পৌরসভায়। যে গুলো দুর করতে হবে। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করবো। গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে উন্নিত করবো। তাহলে আমরা সুযোগ সুবিধা বেশি পাবো।